প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন পূর্ণিমা, ১৩৯৭
কণিকার, শ্রীপল্লী, পোঃ শান্তিনিকেতন, পিন ৭৩১২৩৫

মুদ্রাকর : তিলক দাস
মুদ্রণ : শ্রীলক্ষ্মী প্রেস
স্টেশন রোড, বোলপুর, বীরভূম

পূজনীয় পিতৃব্য

৺সত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণকমলেষু

ছোটোকাকা,

আশৈশব বন্দী আমি তোমার স্নেহজালে।
দুর্গতের সেবায় দে'ছ প্রেরণা, দুর্দিনে
দাঁড়ায়ে পাশে ভরসা দে'ছ আঁধারে জ্বালি' আলো।
আমার লেখা,—আমার ছবি লাগিলে কিছু ভালো
তা'দের তুমি মাত্র দে'ছ ভাষায় অকৃপণা।
একদা বহুবর্ষ আগে আমার যে রচনা
তোমারে দে'ব বলিয়াছিনু, দৈন্যদায়ে দিতে
পারিনি সে তো সময়ে ; আজি জীবনগোধূলিতে
মরণপারাবারের পারে তোমার উদ্দেশে
সে পূজাদীপ ভাসায়ে দিনু ; জানি এ ভালোবেসে
সকল ত্রুটি পাসরি' ল'বে করুণ করে তুলে ;
ভিড়িবে মম স্বপনতরী তোমার স্নেহকূলে।

সেবক

প্রভাত

লেখকের অন্যান্য বই

কাব্য :

মুক্তিপথে (দেশাত্মবোধক কাব্য, রাজরোষে বাজেয়াপ্ত) প্রবাসী প্রেস, ১৯৩১।

অচিরা—শান্তি লাইব্রেরী, ১৩৬৭।

গান্ধীকথা (কাব্যে জীবনী) পশ্চিমবঙ্গ গান্ধীশতবার্ষিকী সমিতি, ১৯৬৯।

উপন্যাস :

গৃহসন্ধানে (রোমাঞ্চমূলক)—শান্তি লাইব্রেরী, ১৩৩৭ : ছায়াচিত্রে রূপায়িত ১৯৬৮ (নিঃশেষিত)।

মন্ত্রাহরণ ('সিরিয়াল নভেল' (অমুদ্রিত))।

নাটিকা :

সতী—শান্তি লাইব্রেরী, ১৩৪৮ (শান্তিনিকেতন মহিলাসমিতি কর্তৃক অভিনীত) (নিঃশেষিত)।

শিশুপাঠ্য হাসির কবিতা সংকলন :

হিজিবিজি (প্রথম সংস্করণ—কুসুম লাইব্রেরী, ১৩৫৩)

(দ্বিতীয় সংস্করণ—ওরিয়েন্ট বুক কোং, ১৯৭৭)।

শিল্প :

চিত্রাবলী (বিদ্যালয়ে ব্যবহার্য 'ড্রয়িং' বুক) কুসুম লাইব্রেরী (ষষ্ঠ সংস্করণ, নিঃশেষিত)।

অনুবাদ :

কবীর (ইংরেজী হইতে ছন্দানুবাদ) সাহিত্য আকাদেমি, দিল্লী।

সমুদ্রগুপ্ত (হিন্দী হইতে অনূদিত জীবনী) ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, দিল্লী।

হিন্দী :

পাহাড়বাসী রাজকুমারী—জ্ঞানভারতী, লখনউ (বাংলা মাসিকপত্রে প্রকাশিত শিশুপাঠ্য হাসির গল্প 'পাহাড়ী রাজকন্যা, বিধাতা-হুকুম, সাত-হাত খাদের মধ্যে' প্রভৃতির সংকলন, হিন্দীতে শ্রীব্রজগোপাল দাস অগ্রবাল কর্তৃক অনূদিত)।

অনেক দিনের ছবি ভেসে ওঠে নিকটে দূরে
আজি দিনশেষে আমার মনের মায়ামুকুরে।
যে বাঁশি থেমেছে,—যে ফুল ঝরেছে,— তা'রি সুর,— তা'রি সুরভি রয়েছে
কাহার কামনা পশি' অতীতের পাতালপুরে,—
ফুরানো 'মধু'র হারানো হাসির স্মৃতিটুকুরে।

বাদলবাতাসে ফিরিছে আমার উতলা হিয়া
যুগান্তরের স্বজনসাথীরে অন্বেষিয়া।
প্রাসাদে কুটিরে মিলনোৎসুক ক্ষণে ক্ষণে চোখে পড়ে চেনামুখ
প্রিয়-আঁখি মোরে ডাকে বারে বারে ভালোবাসিয়া—
সুদূর সুধায় পরাণ পুলকে উচ্ছ্বসিয়া।

স্বপনগহনে কুহক-কল্পিত কুহেলিকাতে
কি-জানি কী-ধন করেছি চয়ন কাঁপন-হাতে!
ঘরে আনি' দেখি' ভরে নাকো মন, মনে হয় যেন আছে প্রয়োজন
তোমাদেরো এতে; তাই ডাকি, "এস, এ পসরাতে
কে লইবে ভাগ: দেরি নাহি আর বেলা ফুরাতে"।

কাল-পয়োধিতে একদা অকূলে ভাসিল যা'রা —
এ দীনা নদীতে উজান বহি' কি আসিল তা'রা?
জানি সকলের পুরাতে বাসনা মিলিবেনা হেথা মণি-মোতি-সোনা,—
তবুও তোমারে যা এ'ল—বিলায়ে করিনু সারা।
হেরো, ঐ হাসে গোধূলি-আকাশে সন্ধ্যাতারা।

সুকল

১৯ শ্রাবণ, ১৩৫৪

সূচী

নিবেদন

'যক্ষচারণ'-এর কবিতাগুলি অধিকাংশই বাংলা ১৩৩৭ থেকে ১৩৬৪ সালের মধ্যে লেখা, কেবল 'কবি ও রাজা' পরে যুক্ত হয়েছে—আমার আঁকা 'কালিদাস ও বিক্রমাদিত্য' ছবিটিকে অবলম্বন ক'রে। আগের রচনা সমস্তই প্রবাসী, শনিবারের চিঠি এবং কথাসাহিত্য মাসিক পত্রে দীর্ঘকাল পূর্বে বেরিয়েছিল, 'কবি ও রাজা' কবিতাটি ছাড়া। এতদিন অগ্রণী প্রকাশকের অভাবে এবং নিজের অর্থাভাবে কবিতাসঙ্কলনটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে পারিনি। আমার স্নেহময় পিতৃব্য স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (সি. আই. ই, আই. সি. এস) কে বইটি উৎসর্গ করব বলেছিলাম, তাঁর হাতেও তাঁর জীবিতকালে এটি তুলে দিতে পারি নি। কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি ('বিদিশা কোথায় কতদূর ?' এবং 'রামগিরি' প্রভৃতি) একসময়ে শ্রদ্ধেয় কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন, মোহিতলাল, বনফুল, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, সজনীকান্ত, কৃষ্ণধন দে প্রভৃতি অগ্রজ সুসাহিত্যিকদের অযাচিত প্রশংসা পেয়েছিল, পাঠক সাধারণেরও ভালো লেগেছিল। কবিগুরুর নির্দেশ ছিল, "ভাবী কালের জন্য কিছু আনন্দের খোরাক রেখে যেয়ো"। দীর্ঘজীবনের অধিকাংশ রচনাই বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার পাতায় ছড়িয়ে রইল, প্রকাশিত সাতখানি বইয়ের তিনখানি-মাত্র বাজারে আছে, ত্রিশখানি কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের বই ছাপানো হ'লনা। রবীন্দ্রস্নেহধন্য সংগ্রহ 'বাংলার বচন', বহুজনপ্রশংসিত 'পথের বাঁশি' (বিভিন্ন প্রদেশের লোকসঙ্গীতের কাব্যানুবাদ) ও তার মধ্যে রইল। বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত ছবিটির পুনর্মুদ্রণে এবং প্রচ্ছদপটমুদ্রণে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক সাহায্য করেছেন, সেজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

মহাকবি কালিদাসবর্ণিত রামগিরি' কোথায় সে-প্রশ্নের শেষ মীমাংসা আজও হয় নি। ইংরেজ ঐতিহাসিক ডাঃ ব্লক মধ্যপ্রদেশের 'রামটেক'কে রামগিরি বলেন, সুপণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং প্রত্যক্ষদর্শী শিল্পী অসিতকুমার হালদার প্রভৃতি 'সুরগুজা'র 'রামগড়'কে রামগিরি ব'লে নির্ণয় করেছেন। ডাঃ ব্লক রামগড়ের মৌর্যপূর্বযুগের শিলালিপিতে

দেবদাসীর উল্লেখ পেয়ে এবং অর্ধচন্দ্রাকৃতি সিঁড়িগুলি দেখে (যেখানে ব'সে অভিনয় দেখা অসম্ভব) সেখানকার যোগীমারা গুহাকে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম নাট্যশালা ব'লে অনুমান ক'রলেও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সে কথা বিশ্বাস করেন না। এখানে 'রামগড়'কেই কবির 'রামগিরি' ব'লে ধ'রে নিয়ে আমি কালিদাসের মেঘদূত-রচনার প্রেরণালাভ-সম্বন্ধে একটি সম্ভাব্য নূতন দিক্ দেখাতে চেয়েছি। পণ্ডিতেরা অপরাধ নেবেন না আশা করি। প্রাচীন কাল থেকেই কবিরা 'নিরঙ্কুশ' ব'লে ছাড়পত্র পেয়ে আসছেন।

বিনীত—

লেখক

স্বপ্নচর

আমি স্বপ্নচর।
নগরীর পথে মোর সাথে ফিরে অরণ্যমর্মর।
বৈশাখের রৌদ্রদগ্ধ সজল শ্রাবণমেঘছায়া
আমার মানসাকাশে রচে নিত্য নীলকান্তি মায়া।
যূথীবন-গন্ধবহ দূরাগত দক্ষিণ পবন
রুক্ষ দিবসের দুঃখ আমার ভুলায় অনুক্ষণ।
বিক্ষত চিত্তের গ্লানি—দুঃসহ শ্রমের স্বেদজল,—
ক্ষণে ক্ষণে লয় মুছি' মমতার অলক্ষ্য অঞ্চল,—
অদৃশ্য অধরস্পর্শ। অস্তমিত যুগযুগান্তর
স্নেহ দিয়া—স্বপ্ন দিয়া—সুধা দিয়া ভরে নিরন্তর
এ মোর জীবনমরু। আমার স্বপনতরী ফিরে
সূর্যাস্তের স্বর্ণমেঘে সুদূর সময়সিন্ধুতীরে
অতীতের শত ঘাটে হেরি দিব্য শত মায়াপুরী
আশ্চর্য ঐশ্বর্যময়ী, অনিন্দিত যৌবনমাধুরী
হেরি' অগণিত দেহে আনন্দ-উজ্জ্বল সভাতলে।
যাহারা তলায়ে গেছে বিস্মৃতির গহন অতলে
দেশে দেশে—আমি ফিরি তাহাদের তিমিরবাসরে,
রবিরশ্মিহীন রাজ্যে চন্দ্রকান্তমণিদীপ্ত ঘরে—
ধূপগন্ধে বেণুরবে। অপরূপ সেই রূপলোকে
গোধূলি-কুঙ্কুম-রাঙা যবনিকা ঠেলি' মুগ্ধ চোখে
প্রবালপর্যঙ্কে হেরি' অকলঙ্ক কাঞ্চনপ্রতিমা
নিদ্রালীনা প্রেয়সীরে সহসা আপন মর্ত্যসীমা
ভুলে যাই ক্ষণ-তরে, মনে করি নিজেরে অমর।

নেপথ্যের নীড় ছাড়ি' বর্ণবর্ণ সুরভিমন্থর
দিনগুলি আসে ভাসি' লঘুপক্ষ বিহঙ্গম সম
বিড়ম্বিত ব্যর্থ দীন অর্থহীন বর্তমানে মম।
বাজে অনাহত বীণা, গর্বে চূর্ণ ; কার্যক্ষেত্রে যেতে
কত বাস্তবের পথে আমি তাই শুনি কান পেতে।

আমি শুধু কান পেতে থাকি,
কখন আসিবে তারা মৃত্যুর পাহারা দিয়া ফাঁকি,—
অতীতের ছিন্নসূত্র হাসির অশ্রুর স্মৃতিকণা
দুলায়ে দুলায়ে চিত্ত বর্তমানে করিবে উন্মনা।
যারা ছিল একদিন,—আর যারা ছিলনাকো কভু
বাস্তবেতে, —যুগে যুগে কবি শিল্পী গেছে রাখি' তবু
যাদের আনন্দমূর্তি কল্পলোকে,—তারা মোর প্রিয়।
পথপাশে আছি বসি' পাতি' আতিথ্যের উত্তরীয়
আমি তাহাদের তরে। উদাসী বাতাসে আসে ভাসি'
কভু কা'রো মধুকণ্ঠ,—কভু কা'রো সুধাক্ষরা হাসি।
জ্যোৎস্নাভরা নিশুতে কেহ মুখে চায় স্নিগ্ধ চোখে।
কেহ মেঘময় দিনে,—কেহ আসে ক্ষীণ দীপালোকে,—
নীরবে তিমিরে কেহ,—অভিষিক্ত করিতে আমারে
নিজ নিজ অন্তরের আনন্দবেদনাধারাসারে।
রাজেন্দ্রবল্লভা কেহ মণিরত্নদীপ্ত অঙ্গরুচি ;
শ্যামাঙ্গিনী বনাঙ্গনা পল্লীবালা কেহ শান্ত শুচি।
আসে তারা সঙ্গোপনে সঙ্গে ল'য়ে দূর অতীতের
কত ভুলে-যাওয়া-ছবি গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্ত শীতের—
মিলনের বিরহের,—পার হ'য়ে কত দীর্ঘ পথ
কান্তার প্রান্তর মরু জনপদ সমুদ্র পর্বত
আসে তারা দিনে রাত্রে আত্মীয়ের স্নেহস্পর্শ পেতে—
নিঃশব্দ চরণপাতে এ মোর নির্জন কুটিরেতে

একে একে। কখনো বা বহুজন নিশীথসমীরে
রজনীগন্ধার গন্ধে অন্ধকারে আসে তারা ফিরে,
অন্তঃসিন্ধুতলবাসী—মানুষের মনোগুহাবাসী
মনোহরা মায়াবিনী,—কেহ ল'য়ে বীণা—কেহ বাঁশি
আমারে দাঁড়ায় ঘিরি'। কেহ নাচে, কেহ গান গায়।
সুপ্তিময় গ্রামপ্রান্তে মৃত্যুপাণ্ডু চাঁদ ডুবে যায়।
অশথ আঁতার গাছে বাদুড়েরা আসি' দিতে হানা
নর্মরতা তাহাদের নেহারি' বিথারি' দীর্ঘ ডানা
উড়িয়া পলায়; শুধু আমি জাগি নিদ্রাহীন রাতে
লভি' নিত্য নিমন্ত্রণ ছায়াময়ী তাদের সভাতে।
সে রাতে শুনিতে পাই প্রকৃতির কী গোপন বাণী
স্তম্ভিত তিমিরে বসি' নক্ষত্রেরা করে কানাকানি,
কী ব্যথা ঘুমায় তার অরণ্যের অগণ্য পল্লবে,
দক্ষিণ বায়ুর স্পর্শে ফেটে পড়ে উচ্চ হাহারবে,
কোন্ পূজামন্ত্র উঠে অশ্রান্ত নির্ঝ'র কলস্বনে,—
আমি বুঝি অর্থ তার; সবার মিতালি মোর সনে।
দিবসে নিশীথে তাই কল্পনার তরণী আমার
স্বপ্ন আর বাস্তবের দুই কূলে করে পারাপার।

• • • •

ইচ্ছামৃত্যু তুচ্ছ মানি, লভিয়াছি 'ইচ্ছাজন্ম' বর—
দেবতার আশীর্বাদে কল্পলোকে,—আমি স্বপ্নচর।

শ্রী[illegible]

১০ই ভাদ্র, ১৩৩৮

বিদিশা কোথায়, কতদূর

বিদিশা কোথায়, কত দূর ?
যে রূপসী হারায়েছে পথে সেথা কনকনূপুর
নিশারাতে যেতে অভিসারে
তোমরা দেখেছ কেহ তারে ?
কা'রো কবরীর ফুল পেয়েছ কুড়ায়ে কোনোদিন ?
ছিন্ন মল্লিকার মালা—শীর্ণপত্র ধূলিবিমলিন ?
কোনো নববর্ষিণীর চারুকর্ণসুবর্ণকণিকা ?
কা'রো কম্বুকণ্ঠচ্যুত পদ্মরাগগ্রন্থ ললন্তিকা ?
বর্ষণনিমগ্না শর্বরীতে
প্রিয়মিলনোৎকণ্ঠিতা যারা চলে গেছে—অতর্কিতে
পথপঙ্কে-খসা
তাহাদের স্মৃতিচিহ্ন কিছু চোখে পড়েছে সহসা ?
মুক্তামরকতনীল রত্নাবলী কেয়ূর কঙ্কণ ?
হেরি' তা' বিমুগ্ধ চিত্ত কল্পনায় করেছে অঙ্কন
যাদের মানসী মূর্তি—আষাঢ়ের প্রদোষতিমিরে
[illegible] সরণি বাহি' তারা কি এসেছে কেহ ফিরে
খুঁজিতে সে হারামণি ঘরের সম্মুখপথে তব ?
অলকাচারিণীদের দেহপরিমলে অভিনব—
অগুরুচন্দনগন্ধে—জেনেছ তাদের আগমন ?
আচম্বিতে বক্ষে তব জাগিয়াছে পুলকস্পন্দন ?
অথবা বসন্তরাতে জ্যোৎস্নালোকে ডাকে যবে বান—
লভিয়াছ তাদের সন্ধান,—
দূর মায়ানগরীর পথে পথে সৌধবাতায়নে

শুচিস্মিতা যাহাদের মুখ-ইন্দু-লাবণ্যচয়নে
ভিখারী চন্দ্রমা ফিরে আকুল কিরণবাহু মেলি' ?
জনহীন পুরপ্রান্তে দেখেছ তাদের জলকেলি
পাষাণসোপানবদ্ধ খরস্রোতা তরঙ্গিণীজল
বক্ষ-অঙ্গ সঞ্চালনে আন্দোলিয়া,—ঝটিকাচঞ্চল
স্বর্ণপল্লবন সম,—নবযৌবনার দল যবে
এ উহার গায়ে পড়ে উচ্ছকিয়া উচ্চ হাস্যরবে
তীরতরুবাসী যত গৃহবলিভুক্ বিহঙ্গমে ?
সংসারবন্ধনমুক্তা রঙ্গোচ্ছলা বান্ধবীসঙ্গমে
উদ্দাম আনন্দে কভু এ উহারে উদকঅঞ্জলি
ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া মারে, কভু হাসি' করে গলাগলি।
তারপর একে একে ক্লান্তদেহে তীরে উঠে আসে
বিচ্ছুরিয়া রূপজ্যোতি অসম্বৃত সিক্ত অঙ্গবাসে,
আকুল কুন্তলে দীপ্ত চীনাংশুক নিঙাড়ি' দাঁড়ায়
সৃষ্টির উষার শত সিন্ধুজাতা উর্বশীর প্রায়,—
অমরার সুখস্বপ্নসমা,—
দশার্ণের পুরনারী মনোরমা—মর্ত্যে নিরুপমা !
কখনো অস্ফুট উষালোকে
গৃহমুখী তাহাদের শোভাযাত্রা পড়েছে কি চোখে ?
সুকুমার দেহছন্দ অঙ্গগন্ধ কিঙ্কিণীশিঞ্জন
মর্মমধ্যে তব তুলিয়াছে আনন্দগুঞ্জন ?
পেয়েছ তাদের পরিচয়
নগরীর ঘরে ঘরে যারা নিত্য সুধাপাত্র ব'য় ?
অক্ষয়কবচ সম বক্ষে ধরি' যাহাদের প্রীতি
বিদিশার সৈন্য নাশে আসমুদ্রহিমাচল ক্ষিতি ?
বণিকের সিন্ধুপোতে,—সম্রাটের জয়ধ্বজপটে,—
শিল্পীর ভাস্কর্যে চিত্রে,—যাদের গৌরববার্তা রটে,—
কবির অমর কাব্যে,—বিদিশার কন্যা জায়া বধূ,—

মেহগন্ধা মদালসা,—উগ্র মদ, স্নিগ্ধ পদ্মমধু,—
অনিন্দ্যসুন্দরী সবে মদালসা মুনিমনোহরা,—
কোমলাঙ্গী কমলাক্ষী,—কেহ তন্বী, কেহ আপীবরা:
কেহ পীতকুন্দকান্তা,—কেহ স্বর্ণচম্পকবরণা,—
নীলোৎপলদলশ্যামা কেহ পুষ্টাচন্দনচরণা,—
ললিতলাবণ্যময়ী অতনুর সঞ্চারিণী তনু,—
দেখেছ তাদের বরতনু ?

সন্ধ্যাসমাগমে

স্বর্ণবন্ধুর পথে জনস্রোত ক্ষীণ হয় ক্রমে :
দ্বার রুদ্ধ হ'য়ে যায় কর্ণপাতে পণ্যবীথিকায় :
নাগরী নগরী তার যৌবনের সহস্র শিখায়
ভুবন জ্বালায়ে তোলে। দীপ জ্ব'লে ওঠে ঘরে ঘরে :
নৃপতির নাট্যশালে,—দেবতার মন্দিরচত্বরে,—
সহস্র প্রাসাদকক্ষে বেজে উঠে মুরজমন্দিরা :
সুন্দরীর নৃত্যছন্দে মহানন্দে যৌবনমদিরা
পান করে সর্বকলাপারঙ্গত জীবনরসিক
বিদিশার শিল্পী কবি রাজামাত্য যত নাগরিক,—
ভারতের বৈদগ্ধ্যের আসবাক্ত আদর্শ উজ্জ্বল !
নদীতটে পুরপ্রান্তে পল্লবিতবিটপিশ্যামল
অদূরে 'নীচৈঃ' শৈলসানুদেশে গুহায় গুহায়
প্রেমিক প্রেমিকা যত বাহুবন্ধে বাঁধি' এ-উহায়
ভুঞ্জে মর্ত্যে স্বর্গসুখ। নীপশাখে দুলায়ে হিন্দোলা
দুলে যত বরাঙ্গনা বনান্তের মর্মে দিয়া দোলা।
পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে বসে সভা মাধবীবিতানে :
তরুণ-তরুণী মাতে নিরঙ্কুশ হাস্যে লাস্যে গানে ·
মুখরিয়া নৈশাকাশ। মন্থর কম্পনশিহরণে
বহে বায়ু : ছায়াঘন নিভৃত বেতসবল্লীতলে

অঙ্গের অলক্তে যত ক্রীড়াময়ী প্রিয়-সনে করে
কটাক্ষের অক্ষক্রীড়া। কোনো দূর পর্বতকন্দরে
বাজে বাঁশি : যুবতীর মধুকণ্ঠ বীণাধ্বনি-সনে
উপলবাধিতগতি বেত্রবতী-জলকলস্বনে
মিলি' তুলে প্রতিধ্বনি। অসমাপ্ত রাখি' অক্ষক্রীড়া
গীতবাদ্য—তোমারে কি দেছে ডাক সেই সুন্দরীরা
কভু কোনো ইন্দ্রজালবিজড়িত কৌমুদীনিশায়
বনগিরিমেখলিতা বসুমতী সেই বিদিশায়?

বিদিশা কোথায়, কতদূর?
মর্মে মোর ক্ষণে ক্ষণে শুনি তার আহ্বান মধুর!
বিস্মৃতির অন্ধকারে সহস্র প্রাসাদশীর্ষে জ্বালি'
রক্ত পীত ইন্দ্রনীল সুবিচিত্র বর্ণের দীপালি
দূর দশার্ণের রাজধানী
নিশারাত্রে স্বপ্নে মোরে রহি' রহি' দেয় হাতছানি
অতীতের বেত্রবতীতীরে।
তোমরা বলিতে পারো সেথায় কেমনে যাব ফিরে?
ভুলে গেছি পথ।
দ্বিসহস্র বর্ষ ধরি' কালের পেষণযন্ত্ররথ
ছুটেছে নির্মমবেগে সেদিনের ঐশ্বর্যের 'পরে;
বিদিশার সে মহিমা মিলায়ে গিয়েছে ধূলিস্তরে।
অগ্নিমিত্র নৃপতির অগ্নিবর্ণ সৌধস্বর্ণচূড়া
কেহ আজ নাহি জানে কোথায় ধুলায় হ'ল গুঁড়া।
চন্দ্রাবতী মালবিকা—অপরূপা উদ্যানচারিণী,—
ক্ষমায় ধরিত্রীসমা রাজলক্ষ্মী কোথা সে' ধারিণী?
সসাগরা ভারতের রাজছত্র,—চতুরঙ্গ বল,—
বিবুধমণ্ডিত সভা,—আজ মাত্র প্রবাদ কেবল।
শুধু মাঝে মাঝে

কতবার পিকস্বরে গভীরে সুস্মৃতি মরে যাছে,—
আমাদের সন্ধ্যা আসে অন্ধকারঘনপক্ষ'পরে,—
সহসা ঝলসি' উঠে বিদিশার মন্দিরশিখরে
উজ্জ্বল ত্রিশূলদীপ্তি! সেদিন সহসা যায় শোনা
যুগান্তের-সুপ্তিভঙ্গে-জেগে-ওঠা অতৃপ্তবাসনা
কাহাদের হাহাধ্বনি! সেদিন আমার তনুপ্রাণে
স্পন্দিত-পল্লবরবে পূর্ববায়ু কি বারতা আনে
স্বপ্নের অক্ষরে গাঁথা! ধারাসারে বৃষ্টি যবে নামে—
মনে হয় তারি মাঝে কে আমারে ডাকে প্রিয় নামে—
অতি পরিচিত কণ্ঠে যেন কোন্ জন্মান্তর-পারে!
সে কি বিদিশার নারী? প্রাবৃট্-প্লাবিত অন্ধকারে
সেথা কোনো বাতায়নে আজিও কি আছে অপেক্ষিয়া
দুঃখভোলা মোর তরে অতীতের অনামিকা প্রিয়া
অঙ্কে লয়ে মৌন বীণা,— পথে মেলি' সকরুণ আঁখি,
উন্মন-উদ্ভ্রান্ত দীপ্ত পুরপ্রান্তে নিঃসঙ্গ একাকী
দীপহীন ঘরে?
কেমনে যাব সে জন্মান্তরে?
কেমনে মিলিবে দেখা আমার সে পরানবঁধুর?
বিদিশা কোথায়,— কতদূর?

শ্রীনিকেতন
১লা আষাঢ়, ১৩৪০

সোনার ময়ূর

সোনার ময়ূর কোন্ দেশে চরে জানো কি কেউ ?
অনামা দ্বীপের পাষাণপ্রাকার নিকষ-কালো
ঘিরি' যেথা নাচে দুধসাগরের রূপালি ঢেউ.
তীরে রাজপুরে বাতায়নে জ্বালি' সোনালি আলো
রাজার দুলালী মধুমালা যেথা জাগিয়া থাকে
নিশুতি নিশায়,—সাগরপারের স্বপনসাথী
মদনকুমার পাছে ফিরে যায় খুঁজিয়া তা'কে ?
সেথা মণিময় পাখায় জ্বালায়ে হাজার বাতি
সহসা আকাশ উজলি' সোনার ময়ূর আসে :
নামে মর্মরমন্দিরচূড়ে। কুমারে পেয়ে,
বাঁধা পড়ি' তার সুকুমার প্রিয় বাহুর পাশে—
রাজার ঝিয়ারী সোনার ময়ূরে দেখে কি চেয়ে ?
দেখে কি জলিছে হরিতে হিরণে ইন্দ্রনীলে
দেবশিল্পীর স্বপ্ন যেন সে ধরিয়া তনু !
আকাশের চাঁদ আকাশপথে যে আনিয়া দিলে
হেরি' সে সচল কিরণোজ্জ্বল ইন্দ্রধনু—
কনকপ্রতিমা অবাক্‌চোখে কি চাহিয়া থাকে ?
বাজন-নূপুরে ঝঙ্কার কি তা'র চরণ দু'টি ?
আপন গলার গজমোতিহার পরায় তা'কে ?
উজানি নগরে পৌঁছিয়া তা'র পিঠেতে উঠি'
রাজাসনে বসি' পাশে ল'য়ে চার রূপসী রাণী
মদনকুমার কেমনে জানায় কৃতজ্ঞতা ?
আসনপিঁড়রে দেয় কি মেলিতে পেখমখানি ?

ক্ষীর-সর-ননী কী খাওয়ায় জানি ? সে-সব কথা
বলেনি তো কেহ। জাগে সন্দেহ — কাজ ফুরাতে
ভুলে গেছে তা'রে মধুমালা আর চন্দ্রকলা,
কলাবতী রানী। অপমান মানি' অবজ্ঞাতে
নিরুদ্দেশের পথে হ'ল শুরু তাহার চলা ?
দিদিমা, ঠাকু'মা তা'র কথা কেহ শোনায়নি তো।
সোনার ময়ূর,— হায়রে কাব্যে উপেক্ষিত !

তোমরা কি জানো সোনার ময়ূর কোথায় থাকে ?
স্ফটিকনদীর দু'পারে যেথায় রূপার চরে
চিকনবনের কাজল-আঁধারে ডাহুক ডাকে,—
দুধমুকুটের পাহাড়ে মোতির ঝরনা ঝরে ?
সেথা অজানার কাননকিনারে সোনার গাছে
রাঙা প্রবালের ফল খেতে আসি' সোনার পাখি
নীলা-পান্নার বেশ বিথারিয়া বসিয়া আছে।
জ্বলিছে ঝিমিয়ে অথির-বিজলী মানিক-আঁখি !
শতচাঁদ-আঁকা পেখমে আলোর বাসর খোলে !
ভোর হ'লে সারা যায় চলি' তারা কোথা-কে-জানে ?
মায়াপুরে আছে মণিমালা যেথা নাগমহলে ?
শুকপঙ্খীতে কলাবতী যেথা চলে উজানে ?
সাত-সমুদ্র-তেরো-নদী-পারে যায় কি উড়ে—
রূপবতী যেথা মেঘডম্বুর শাড়ীতে সাজে ?
বাঘবাঘিনীর সাথে মালঞ্চ কাননে ঘুরে ?
চন্দ্রমানিক আকাশে উধাও পক্ষীরাজে ?
পথে কনকাল পঞ্চসোনার প্রাসাদে ঢুকি'
কেহ কি ফিরায় কিরণমালার হীরার দাঁড়ে ?
দুয়োরানীমা'র পাড়ায় কুটিরে দেয় কি উঁকি ?
কেহ যায় উড়ি' তেপান্তরের মাঠের পারে

ঢেউ-টলমল কমল-উজল দীঘির ঘাটে
দেবনগরের মেয়েগুলি যেথা নাইতে নামে ?
রাঙা-টুকটুক রোদে-ভাঙা-মুখে ডালিম ফাটে—
পাড় হেসে ওঠে, মাছ ভেসে ওঠে ডাহিনে বামে
গলায় তাদের মুক্তবরণ ভক্তিমালা,
মেঘের বরণ কালো কেশ দোলে হাঁটুর নীচে,—
হাতে দেবশাঁখা, রুনুঝুনু বাজে কাঁকন বালা ;
তাহাদের সাথে এ-ধরায় কা'রো তুলনা মিছে ।
চিকন চিকন ভিজা চুল তা'রা যখন ঝাড়ে—
ডুরে শাড়ীগুলি ঘুরে নামে বেড়ি' চিকন কটি—
তখন কে-যেন দেখেছে লুকায়ে দীঘির পাড়ে,
বাজুবন্ধের মার খেয়ে শেষে এসেছে হটি' ।
তখন সেথায় সোনার ময়ূর কদমশাখে
সে রূপসীদের সোহাগ কুড়াতে বসিয়া থাকে ?

সোনার ময়ূর কোথায় থাকে যে যায় না বলা,
দিনের আলোতে ঠিকানা তো তা'র যায় না জানা ।
তা'রে জানে শুধু গহন বনানী জোনাকি-জ্বলা ,
তা'রে জানে শুধু নিশুতি রাতের হাস্নুহানা ।
মাঝে মাঝে শুধু দেখা যায় তা'রে আবছায়াতে
ভরা সন্ধ্যায় কাঁপন-হাতের প্রদীপালোকে ,
আলো-ঝলমল কালীদহকূলে জোছনারাতে
কলনাফুলের গন্ধে কখনো পড়ে সে চোখে ।
চালতাবনের মাথায় উঠিলে সন্ধ্যাতারা
আকাশের গায়ে ঝাঁকে ঝাঁকে তা'রা পেখম মেলে ,
সোনা-মাখা রোদে সহসা ঝরিলে বাদলধারা
বনবীথিপথে সারি দিয়া তা'রা ঘিরিয়া ফেলে ।
নিঝুম নিশীথে ঝুম-ঝুম হবে গাছের পাতা,—

একটানা সুরে ঝিঁঝিঁ ডাকে শুধু নিকটে দূরে,—
আঙিনায় বসি' রূপকথা বলে শিশুরে মাতা,—
সোনার ময়ূর তা'রি কাছাকাছি তখন ঘুরে।
উঁকি দেয় কেহ গোয়ালবাড়ির চালায় উঠি',
নারিকেলপাতে ঝিলিমিলি নাচে কাহারো ছায়া ;
ঘরে ঘরে উঠে থরে থরে আঁখি স্বপনে ফুটি'
নিশি-দু'পহরে হেরিতে তাদের সোনালি মায়া।

আজ কড়া রোদ, জীবন অবোধ ওজনে-মাপা ;
সোনার ময়ূর অভিমানে তাই দেয়না ধরা।
নাই কালোশশী, কাঞ্চনলতা ও হাসনচাঁপা ;
আগুন-পাটের শাড়ীতে সাজেনা স্বয়ংবরা।
নাই বালুচরী, নাই শতনরী, মোতির সিঁথি ;
পাট-হাতী আর রাজপথে ঘুরে বেড়েনা রাজা।
কাজ নিয়ে আজ মেতে আছি মোরা সবাই নিতি ;
দুঃখটা কিছু বেশী পেকে গেছে, এ তা'রি সাজা।
তবু মনে মনে আজো বহুজনে আশায় আছে—
ফুলেছে স্বপনে মায়াময়ূরের মোহনরূপে,—
গ্রীবা হেলাইয়া পাখা দুলাইয়া কাহার কাছে
কখন-কি জানি হয় সে উদয় ভাবিছে চুপে।
সোনার ময়ূর এড়ায়ে তাদের সকৌতুকে
আমকাঁঠালের বনে ফিরে চোখে জোনাকি জ্বেলে ;
দিনের আলোয় ঘুমায় গাঁয়ের মায়ের বুকে :
সন্ধ্যাশাঁখের আওয়াজে সে চায় নয়ন মেলে।
তবু শিশু-চোখে ধরা দিতে আসে নিশুতিরাতে,—
দীঘির কিনারে আঙিনার ধারে আবছায়াতে।

[illegible]
১০ই আশ্বিন, [illegible]

সাধ

আলতাদিদি, বোন,
চালতা-বনে চাঁদ উঠেছে, আমার কথা শোন্।
পাল তুলে ঐ নৌকো চলে লাল্‌ডাঙাগাঁয়ের হাটে,
বল্‌তো এখন মন কি লাগে গোয়ালঘরের পাটে?
এইতো এলেম সেঁজেল দিয়ে—বুকভরা তার ধোঁয়া,
তুলসীতলায় পিদিম জ্বেলে এক্ষুনি চাই ধোয়া?
শিকের ফাঁকে জ্যোৎস্না ডাকে জানলা দিয়ে ওই।
শান-বাঁধানো ঘাট কোথা যে মনের কথা কই?
আলতো-হাতে সকড়ি নিকোই,—জল নিতে হয় ভুল,
হেঁসেলঘরে জ্বা'লতে উনুন বোল্‌তা ফোটায় হুল।
কাঁটালফুলের গন্ধ ভাসে ঐ যে উঠোনময়,
নালতে পাতার চচ্চড়ি আজ না রাঁধলে কি নয়?
বোকুনোতে জল দিতেই হবে—বালতিতে চাল ধুয়ে?
আজও কি ফেন গা'লতে হবে নামিয়ে হাঁড়ি ছুঁয়ে?
পিস্‌শাশুড়ীর বাতের মালিস নইলে দেবেন গালি?
খুড়শ্বশুরের পানের ডিবে রয় যদি আজ খালি,—
সেজঠাকুরের পোয়ের ভাত আর বড়ঠাকুরের রুটি,—
একটা দিন আজ না হয় যদি—খুব কি হবে ত্রুটি?
ঐলতা বাঁশের ঝোপের ধারে তালবাগানের কোলে
ঝিলমিলিয়ে আলোছায়ার আলপনা যে দোলে,—
দু'লতে কি নেই ওদের মতন দাঁড়িয়ে খানিক সোজা?
ভুলতে কি নেই একটা দিন এই কালতু কাজের বোঝা?
আকাশ পাতাল মাতাল হ'ল চাঁদের সুধা খেয়ে,—

উতল হাওয়া মাঠের পথে চলেছে গান গেয়ে,—
জলে স্থলে ফুল ফুটেছে,—আলতাদিদি, বোন,
কাজলা মাঠের শীতলে ঘুমো কাটবে এমন ক্ষণ ?

আলতাদিদি মোর, .
এমনদিনে ঠাকুরজামাই পলতা গেছেন ভোর।
কাল নাকি তাঁর সালতামামীর হিসাব দেবার দিন ;
চৈতী চাঁদের কে দেয় হিসাব ? কে ভ'রবে তা'র ঋণ !
ঘরের মানুষ তোমার আমার কা'রোই ঘরে নাই,
লক্ষ্মীছাড়া রান্নাবান্না কিসের তরে, ভাই ?
চল্ দু'জনে বেরিয়ে পড়ি কলসী নিয়ে কাঁখে।
শোন্‌তো কেমন দূরের গাঁয়ে 'চোখ গেল' ঐ ডাকে !
দ্যাখ্‌তো কেমন ঝাউয়ের পাতা ঝিরঝিরিয়ে কাঁপে !
এমন রাতে কেউ কখনো বোক্‌নোতে দুধ মাপে ?
পরাণ-ঘেরা পাঁজরঘরে হাঁপিয়ে ওঠে মন।
আজ নদীতে বান ডাকা'ল চাঁদের নিমন্ত্রণ,—
প্রাণেতে ও বান ডা'কবে নাকি ? জা'গবে না কি লোক ?
ঘু'মবে নাকি আল্‌সে-কুড়ের চাল্‌সে-ধরা চোখ ?
শ্বশুর ভাসুর সামনে পিছে মা'নব না আজ কিছু,
ঢের থেকেছি ঘরের কোণে চোখটি করে নীচু।
চাঁদের আলোর ঢল নেমেছে কালকাসুন্দে-বনে,
কনকচাঁপার বাস ছুটেছে তালপুকুরের কোণে।
মাদারতলায় আলো-আঁধার লাগায় যেথা ধাঁধা—
ঐ ওখানে পানের ঘাটে সাল্‌তি কা'দের বাঁধা,—
দুই পাশে তা'র ঝিলিক হানে রুপোর বরণ জল,—
দুই বোনেতে আজ ওখানা ভাসিয়ে দিগে চল্।
ঝিলের জলে বাইব তরী আজকে দখিন বায়-
আমরা দু'টি রাজার মেয়ে ময়ূরপঙ্খী না'য়।

আলতা-গোলা রঙ আমাদের—মেঘের বরণ কেশ ;
চাঁদের আলোয় খুঁজতে যা'ব রূপকুমারের দেশ।

বলিস্ কি ভাই, ছি !
বরকে মনে ধ'রছে না আর ? তাই কি বলেছি ?
আজ শুধু এই রাতের মতো রূপোর কাঠি লেগে
সত্য যা তা ঘুমিয়ে পড়ুক,—স্বপ্ন উঠুক জেগে।
খনির বিল আজ সাতসাগরের নিক্‌না কেন পাঠ ?
তেপান্তর আজ হোক্‌না কেন 'দিগ্‌বেড়ের' ঐ মাঠ ?
আকাশেতে 'সাত ঋষি' হোক্ 'সাতটি চাঁপা ভাই',
পারুলদিদির ডাকে তাদের আজকে জাগা চাই।
ময়ূর-পেখম শাড়ী হোক্ এই হাবড়া-হাটের ডুরে,
দুধপাথরের রাজপুরী হোক্ মোদের মাটির কুঁড়ে।
আলুথোলাথোল্ কাঁকাল মোদের কুসুমফুলের জাঁতা—
চামরপারা চামর চুলে মুক্তোমানিক গাঁথা,—
গলায় দোলে শতেক নহর গজমোতির মালা,—
পায়ে সোনার চরণচক্র,—হাতে হীরের বালা,—
আমরা যেন কিসের খোঁজে চলেছি কোন্ দেশে ;
মানিক ঝরে ঝরঝরিয়ে যখন উঠি হেসে ;
কাঁদলে পরে মুক্তো ঝরে ; পায়ের হাওয়া পেয়ে
পথের ধারে মালঞ্চ যায় হাজার ফুলে ছেয়ে।
মনপবনের নৌকো মোদের সোনালি পাল তুলে
সাতসমুদ্র তেরোনদীর ফিরবে কূলে কূলে।
যমযমুনার দেশ পেরিয়ে অজিনভজিনপুর,
কড়ির পাহাড় দুধসরোবর ছাড়িয়ে অনেক দূর—,
সাঁতরিয়ে পেরিয়ে যাবে রাত না হ'তে শেষ—
চন্দ্রকলা, কলাবতী, নিদ্রাবতীর দেশ।
রূপোর বৈঠা আমার হাতে প'ড়বে তালে তালে,

রূপকুমারী থা'কবে তুমি ব'সে সোনার খাটে।

আলতাদিদি, ভাই,
মনপবনের নৌকোখানি কোথায় গেলে পাই ?
সেইটি পেলে আজকে বোধ হয় সাধ মিটিয়ে ভাসি ;
হারিয়ে যাওয়া দিনগুলিতে আবার ঘুরে আসি।
আবছা-আলোর স্বপ্ন যত আবার দাঁড়ায় ঘিরে,
কমলাপুলির সোনার টিয়া আবার আসে ফিরে।
নাই বা পেলাম মুক্তামানিক সাতমহলা বাড়ি ;
নাইবা হলাম রাজকুমারী,—আগুনপাটের শাড়ী,
ডঙ্কা, নবৎ, সাতশ' দাসীর কিসের প্রয়োজন,—
অরুণ বরুণ ভাই যদি পাই—কিরনমালা বোন ?
আমকাঁঠালের ছায়ায় দোলা দু'লত বারোমাস,
চড়ুইমালার দেশে হ'ত পাইবলদে চাষ ;
এপার-গঙ্গা, ওপার-গঙ্গা, মধ্যিখানের চরে
শিব-সদাগর আমায় কাছে ডা'কত আদর ক'রে।
ডা'কত আমায় চাঁদের বুড়ি আকাশ থেকে ওই,
ধ'রত বুকে মেঘনহাসি, নয়নতারা সই।
কাপাসবনের মাসীপিসী—আতাগাছের তোতা।
দেখতে পেতাম ডালিমগাছে 'পিরভু' নাচে কোথা।
আকাশ জুড়ে মেঘ ঘনালে—সূয্যি গেলে পাটে
যে বধূ যায় কলসী-কাঁখে পদ্মদীঘির ঘাটে—
হাঁটুর নীচে ঢেউ খেলে যার চিকন কালো চুলে—
আমিই তো, ভাই সেই বধূ সেই পদ্মদীঘির কূলে।
আজও দেখি দোলায়-দো'লা ননীর পুতুল তা'য়ে,
খাদুর-গুদুর ঘুঙুর বাজে নাদুস-নুদুস পায়ে।
ঝিল-কুরকুর শিলঙপাহাড় কাঞ্চননদীর বাঁকে
লক্ষ্মীপিদিম জ্বালিয়ে যে মা আজও আমায় ডাকে—

সকল জ্বালা জুড়োয় যদি তা'র বুকে পাই ঠাঁই।
আলোদিদি, বল্‌না সেথা কেমন ক'রে যাই?

মীনুকে পত্র
বৈশাখী পূর্ণিমা, ১৩৫৮

রামগিরি

যুগে যুগে তরঙ্গিয়া আদিগন্ত জাগে তুঙ্গশির
মহাবনসমাচ্ছন্ন গিরিমালা নির্জন গম্ভীর
সুবিশাল বিন্ধ্যাঞ্চলে। কোমল পল্লবশ্যামলিমা
স্নিগ্ধশ্রীমণ্ডিত করে প্রকৃতির দুঃসহ মহিমা :
সপ্তবর্ণ পুষ্পপর্ণ ঢাকে রুক্ষ বন্ধুর প্রস্তরে
মধুর মায়াবলেপে। ধূম্রনীল গিরি স্তরে স্তরে—
দিকে দিকে প্রসারিত মহাদ্রির শাখাপ্রশাখায়—
সেথা শত শৈলশীর্ষে আজো মেঘ কাজল মাখায়
আষাঢ় প্রথম-দিনে, শ্বাপদসঙ্কুল সানুদেশে
ক্রীড়ামত্ত গজ-সম আজো তা'রা খেলা করে এসে
বর্ষে বর্ষে বর্ষাগমে : আনে বাণী নীরব নিঝ'রে,
নিদাঘনির্জিত বনে আনে প্রাণ নব পত্রস্তরে।
সে চিররহস্যরাজ্যে সত্য আর স্বপ্নের সীমায়
বিরাজে অম্বরচুম্বী রামগিরি নিজ মহিমায়
মহোজ্জ্বল যুগে যুগে। একদিন ত্রেতার প্রভাতে
হেথা এসেছিল নাকি প্রিয়া জায়া, প্রিয় ভ্রাতা-সাথে
স্বেচ্ছাবৃত নির্বাসনে মহাসত্ত্ব মনুজেন্দ্র রাম।
রামগড়,—একি সেই রামগিরি? সেই পুণ্যধাম
বর্ণিত পুরাণে কাব্যে? হাসিমুখে অভিষেকক্ষণে
ত্যজি' পিতৃসিংহাসন—ভারতের হৃদিসিংহাসনে
আরোহিল যে রাজেন্দ্র,—যা'র নিত্য-অভিষেক চলে
যুগে যুগান্তরে,—তা'রি স্মৃতি জাগে এই মহাচলে?
সত্যমিথ্যা কে বলিবে? এ-কথা ভাবিতে ভালো লাগে,

রাজপুত্র, রাজবালা দু'জনে দোঁহার অনুরাগে
একদা এ ছায়াস্নিগ্ধ শৈলমাঝে পল্লবকুটিরে
তুচ্ছ বলি' মেনেছিল রাজ্যসুখ,—নির্ঝরিণীনীরে
করি' স্নান,—যাপি' দিন ধূলিতলে পর্ণশয্যা 'পরে।
অবশেষে একদিন গেল চলি' তা'রা বনান্তরে
দূর দক্ষিণের পথে। গিরিসানুবাসী মুনিজন
তাহাদের ভুলিল না, তপঃক্ষেত্র করিল সৃজন
মিলি' সবে শ্রদ্ধাভরে সে পর্ণশালার চারিপাশে :
বেদমন্ত্রধ্বনি-সনে হোমধূম উঠিল আকাশে।
দিন যায়। একদিন সেথা ক্ষীণ বনপথ ধরি'
আসিলেন বৃদ্ধ ঋষি রামের পদাঙ্ক অনুসরি'
তীর্থপরিক্রমাছলে। চাহি' জীর্ণ পর্ণশালা পানে
করুণ অন্তরে তাঁর কি রাগিণী বাজিল কে জানে
সেদিন এ শৈলপ্রান্তে! মোরা শুধু জানি তারপর
বাল্মীকি অনিন্দ্য ছন্দে রামচন্দ্রে করিলা অমর
মহাকাব্য রামায়ণে : সে কাব্যের অপূর্ব সুরভি
ভরিল ভারত : ক'টি মহাজীবনের পুণ্যছবি
মহা-সম্ভাবনা ল'য়ে দিল দেখা মানবমণ্ডলে।
এক নরচন্দ্রমার পূজামন্ত্রে সিন্ধুহিমাচলে
বেঁধে দিল : নরনারী-চিত্তলোকে রামরাজ্যস্মৃতি
নব নব মহিমায় দিনে দিনে উদ্ভাসিল নিতি
রাঘবের জীবনান্তে। এ গিরির মাটি হ'ল সোনা,
অরণ্য হইল তীর্থ। পুণ্যকামীদের আনাগোনা
হ'ল শুরু এ দুর্গমে। কত ক্লেশে, কত না উপায়ে
পথহীন বনভূমে কত পথ রচি' পায়ে পায়ে
দিক্-দিগন্তর হ'তে এল তীর্থপথিকের দল;
এল রথ-অশ্ব-গজ; পর্বদিনে উৎসবচঞ্চল
পণ্যবীথিকোলাহলে ধ্যানভঙ্গ হ'ল বনানীর :

শৈলশিরে শঙ্খঘন্টামুখরিত উঠিল মন্দির।
মঠে ছেয়ে গেল ভরি' শান্ত স্থির মুনিতপোবন;
জনকণ্ঠমন্ত্রস্নানপুণ্যোদক গিরিপ্রস্রবণ।

দিন যায়, যুগ যায়, সহস্র সহস্র বর্ষ যায়:
সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশ,—কত বংশ ফুরা'ল ধরায়:
তুচ্ছ করি' শতরাজ্যসাম্রাজ্যের উত্থানপতন
রামরাজ্য জেগে আছে শুধু ধ্রুবতারার মতন
ভক্তচিত্তে। এ আশ্রমে জীর্ণমন্দিরের স্তূপে
শ্বাপদসঙ্কুল বনে পূজারতি চলে কোনোরূপে।
ক্বচিৎ কখনো আসে যাত্রী হেথা রাম-অনুরাগে।
অবশেষে একদিন সার্ধ-দ্বিসহস্র বর্ষ আগে
অকস্মাৎ দিল দেখা পুণ্যলোভী মহাশ্রেষ্ঠী কেহ,
চাহিল আশ্রয় দিতে সাধুজনে রচি' গুহাগেহ
চিত্রিচিত্র-সুশোভিত — অকৃত্রিম কন্দরেরে কাটি'
গিরিগাত্রে স্থানে স্থানে; মন্দির নির্মিতে পরিপাটি
শৈলশীর্ষে রামসীতালক্ষ্মণের বিগ্রহে শোভিত।
দেশদেশান্তর হ'তে অর্থলোভে হ'য়ে প্রলোভিত
এল বহু গুণী শিল্পী এ অরণ্যে আহ্বানেতে তা'র
রচিতে মন্দির মূর্তি,—গ'ড়ে গুহাগেহসৃষ্টি-ভার।
মিলি' তাহাদের সাথে হেথা এসেছিল একদিন
এ বিজন বনপ্রান্তে তরুণ ভাস্কর 'দেবদীন'
দূর বারাণসী হ'তে, কাশীরাজদণ্ডে নির্বাসিত,—
অনুতাপী অমায়িক। লোকে বলে, ভালো সে বাসিত
অকাম্যা নারীরে কোনো; অনিন্দ্যসুন্দরী সেই নারী
দেবোদ্দেশে নিবেদিতা। হ'য়ে তা'র প্রণয়ভিখারী
করেছে যে অপরাধ—প্রায়শ্চিত্ত করিবারে তা'র
এল সে কঠিন ব্রতে,— নিষ্ঠুর অতনু-দেবতার

মূক বলি। রূপদক্ষ অতীত ভুলিতে পারে না যে,
তাই চাহে বর্তমানে ডুবাইতে মজ্জাহীন কাজে।
অতন্দ্র যন্ত্রের মত দৃঢ়হস্তে দীর্ঘ দিনমান
নব নব রূপসৃষ্টি করিত সে কাটিয়া পাষাণ।
কচিৎ বারেক কভু ভুলিয়া ছেনী করধৃত
সচকিনয়নে চাহি' ঊর্ধ্ব'কোণে হয়তো হেরিত—
অর্থহীন কলালাপে সচকি' আরণ্য নীরবতা
দলে দলে কলহংস উড়ে চলে! সেদিন কী ব্যথা
ব্যাকুল করিত তা'রে কে বলিবে? কর্ম-অন্তে তা'র
গুহাগৃহদ্বারে বসি' দিনশেষে দিগন্তবিস্তার
হেরিয়া কান্তারকান্তি অন্তর কি হইত উদাস
গৃহ লাগি'? বর্ষাগমে নবমেঘে ভরিলে আকাশ
কাঁদিত প্রবাসীচিত্ত? মেঘপানে চাহি' অন্যমনে
হেরিত মানসনেত্রে বিশ্বনাথমন্দিরপ্রাঙ্গণে
সুপ্রশস্ত নাটশালে চলে নৃত্য। মুগ্ধ নরনারী
বিচিত্র উৎসব-সাজে দেখিতেছে বসি' সারি সারি
অপরূপলাস্যভঙ্গে-তরঙ্গিত তনুর সুষমা
তরুণী দেবদাসীদের! তা'রি মাঝে তা'র প্রিয়তমা
ছিল এক বরাঙ্গনা! যৌবনপুষ্পিত দিব্যতনু—
পুষ্পসাজে অপরূপা! নারীদেহ ধরি' পুষ্পধনু
বুঝি সে যুবতীদেহে চোখে তার রেখেছিল চোখ!
মর্মে তার কামনার কি অদৃশ্য শাণিত সায়ক
বিঁধেছিল সেই ক্ষণে। সেই হ'তে স্বর্গে মর্ত্যে আর
সুতনুকা ছাড়া কেহ রহিল না: মূঢ় শিল্পী তা'র
সঙ্গসুধাকামনায় বিসর্জন দিল লজ্জাভয়,—
পাপপুণ্যবোধ: ক্রমে দিনে দিনে করিল সে জয়
কনকচম্পককান্তি অমিতলাবণ্যা রমণীর
দুর্লভ হৃদয়রাজ্য: সে সুন্দরীমুকুটমণির

পণপ্রাণে আপনারে নিঃশেষে করিয়া নিবেদন
শেষ হ'ল। তারপর এল কত শঙ্কিত মিলন
কত অন্ধকার রাত্রে, পুরপ্রান্তে কত অভিসার;
সুন্দরীর দেহমনে নিত্য-নব কত আবিষ্কার;
কত আশা, কত স্বপ্ন! অবশেষে সব অবসান!
সহসা ফিরিল আসি' উল্কালোকে উগ্রকৃপাণ
রক্ষিদল মধ্যরাত্রে বেণুকুঞ্জে বরুণার তীরে!
সে দৃশ্য কি ভোলা যায়? দেবদীনে বাহুপাশে ঘিরে
আর্তকণ্ঠে সুতনুকা বলেছিল, "মৃত্যু যদি হয়,
আমি তব সঙ্গী হ'ব সে মরণে: যদি প্রাণ রয়—
দেখা হবে একদিন। জনমে মরণে আমি তব
স্নেহাধীনা, যেথা থাকি—চিরদিন পথ চেয়ে র'ব।"
ছিন্ন করি' বাহুপাশ বলে ধরি' ল'য়ে গেল তা'রে
কোথা জানি পুরপাল। পরদিন রাজার বিচারে
সর্বস্বান্ত দেবদীন ত্যজিয়া আসিল বারাণসী।
আজ কোথা সুতনুকা? কারাকক্ষ-অন্ধকারে বসি'
আজো কি সে স্মরিছে হতভাগ্য প্রণয়ীরে তা'র?
অথবা পেয়েছে ক্ষমা? প্রায়শ্চিত্ত-শেষে দেবতার
মন্দিরের নৃত্যোৎসবে আবার আহ্বান লভিয়াছে;
শতদীপশীর্ষ কক্ষে কুহকিনী তেমনি কি নাচে
কৌষেয়বসনে সাজি'? জ্বলে আলো কিরীটে কুণ্ডলে?
আজো দোলে পুষ্পমালা পেলব পীবর বক্ষতলে?
রূপমুগ্ধ আর-কোনো পাপিষ্ঠের প্রলোভনে পড়ি'
হয়নিতো পথভ্রষ্টা প্রিয়া তা'র? আপনা পাসরি'
কেঁদে ওঠে দেবদীন। সারা রাত না পারে ঘুমাতে;
বনমল্লিকার গন্ধে অন্ধকারে বসি' অর্ধরাতে
শিখরে চাহিয়া থাকে। সুখসুপ্ত সঙ্গিগণ তা'র
সন্ধান রাখেনা সেই অন্তহীন নিশীথচিন্তার।

সারাদিন ভিত্তিগাত্রে আঁকে ছবি শিল্পী শুভঙ্কর,
মৃগয়া, উৎসবনৃত্য, মঠ, চৈত্য, মালঞ্চ, মকর।
পার্শ্বে শীতাম্বুভিত্তি অন্ধ এক গুহায় সুবেশ
মৃদঙ্গে 'ধর্ম্মাবতংস কবি'র প্রশস্তি লিখিছেন—
বসন্তের দোলোৎসব-আনন্দের বর্ণনা মিশায়ে।
দেবদীন দেখে শুধু : কর্ম্ম-অন্তে হরিতকী-ছায়ে
রহে বসি' অন্যমনে। গুহা-নিম্নে অর্দ্ধবৃত্তাকার
পাষাণসোপানশ্রেণী ; সেথা শিল্পী সঙ্গীরা তাহার
করে হাস্যপরিহাস, গাহে গান দিবা-অবসানে।
দেবদীন বনপথে একা ফিরে মগ্ন নিজ ধ্যানে।
বর্ষ যায়, বর্ষ আসে। মন্দির সম্পূর্ণ হয় ক্রমে,
সাজে বহু গুহাগৃহ। কদাহারে সুকঠিন শ্রমে
শীর্ণ রুগ্ন দেবদীন। দেহবর্ণ তপ্তস্বর্ণোপম
অযত্নে মলিন, ভালে বলিরেখা, শিরে বৃদ্ধ সম
শুভ্রকেশ! সঙ্গোপনে সুচিরদিনের উপার্জ্জন
ল'য়ে ভাবে কী করিবে? মাতৃহীন গৃহে আকর্ষণ
কিছু নাই, তবু তা'রে রাত্রিদিন ডাকে বারাণসী,
ডাকে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গাতীরে সোপানেতে বসি',—
সহস্র মন্দিরে ডাকে,—দীপোজ্জ্বল শত সরণীতে,
প্রাণোচ্ছল জনারণ্যে,—নদীবক্ষে লক্ষ তরণীতে।
তা'রি মাঝে একজন ডাকে তা'রে,—যা'র ডাক শুনে
ডরে না সে হাসিমুখে প্রাণ দিতে জ্বলন্ত আগুনে,—
রাজরোষে খরখড়্গে। তবু আজ চিত্তে জাগে ভয়—
মৃত্যু হ'তে ভয়ঙ্কর—স্বপ্ন যদি সত্য নাহি হয়?
যা'র তরে এত দুঃখ,—সে যদি চিনিতে নারে? তবে?
সে যদি ফিরায় মুখ অনাদরে—তখন কি হ'বে?
ব্যর্থ এ সঙ্কল্প ল'য়ে কোথা তবে লজ্জা লুকাবে সে?
তার চেয়ে স্বপ্নঘোরে দূরে থাকা ভালো ভালোবেসে।

সঙ্গীদের ঘরে ঘরে প্রিয়জন অপেক্ষিয়া আছে ;
আনন্দে উৎফুল্ল তা'রা যাত্রা-আয়োজনে মাতিয়াছে ;
কা'রো মনে নাই দ্বিধা যেতে ছাড়ি' এ অরণ্যপুরী—
নিষ্ঠুর প্রবাসবাস। শুধু যা'র সব গেছে চুরি,—
অতীতের অন্ধকারে ভবিষ্যৎ গেছে যা'র ঢাকি',—
তা'র যেতে পা ওঠে না। সবে গেলে সে রহি' একাকী
সুনিশ্চিত অবসরে কঠিন পাষাণ কাটি' শেষে
গেল লিখি' ভিত্তিগাত্রে নাহি জানি কাহার উদ্দেশে
গোপন প্রাণের কথা : "সুতনুকা নামে দেবদাসী,
কামনা করিল তা'রে দেবদীন বারাণসীবাসী
রূপদক্ষ।" ব্যথাভারে বাক্য আর যোগা'ল না তা'র।
আষাঢ়ের পুঞ্জমেঘে আকাশ তখনো অন্ধকার
উষারাগে : হতভাগ্য গেল চলি' কোথায় কে জানে,
কোন্ তীর্থে অকৃতার্থ জীবনের সান্ত্বনাসন্ধানে।
শুধু আছে লোকশ্রুতি, দীর্ঘদিন পরে তা'রপর
দীর্ঘশ্মশ্রুজটা এক যোগী সেই শূন্য গুহাঘর
আশ্রয় করিয়াছিল কিছুকাল। রহিত সে একা :
হাসিত কাঁদিত কভু মাঝে মাঝে শিলাগাত্রে-লেখা
লিপি হেরি' ; বহুদিন রহিত সম্পূর্ণ উপবাসী :
তাপসী করুণাময়ী কেহ কভু মাঝে মাঝে আসি'
যেত দিয়া ফলজল। একদিন তাহাদেরি কেহ
রাত্রিশেষে আসি' দেখি' তপস্বীর রক্তাপ্লুত দেহ
দাঁড়াইল শিহরিয়া। কেহ তা'রে হত্যা করিয়াছে,—
অথবা সে আত্মঘাতী,— আজো প্রহেলিকা হ'য়ে আছে।
কে সে নামহীন যোগী দীর্ঘ জীবনের ব্যর্থতার
যোগী-মারা-গুহাগর্ভে—কেহ তথ্য নাহি জানে তা'র।

তা'রপর একদিন বহু শতাব্দীর ব্যবধানে

একদা দাঁড়া'ল আসি' গিরিসানুদেশে এইখানে
সে এক মরমী কবি : অনুচরগণে দূরে রাখি'—
দূরে রাখি' রথ-অশ্ব পদব্রজে আসিল একাকী
এ পুণ্য-আশ্রমে। ঘন নীলমেঘে সেদিন সুন্দর
মেদুর অম্বরতল, ছায়াচ্ছন্ন বনবনান্তর
আষাঢ়ের স্নেহসিক্ত। অরণ্য উঠিছে গান গাহি'
নির্ঝরকল্লোলরবে। মুগ্ধচক্ষে রহিল সে চাহি'
ক্ষণকাল : তা'রপরে সৌম্যমূর্তি হেরি' তপস্বীরে
বনপথে,—শুধাইল করপুটে নমি' নতশিরে,
"ভগবন্, এই পথে গিরিশীর্ষে পারিব কি যেতে ?
বিদেশী যাত্রীর কোথা আশ্রয় মিলিবে নিকটেতে
কহ মোরে দয়া করি'। পান্থ আমি, ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর।"
সাধু কহিলেন হাসি', "বৎস, আগে তৃষ্ণা কর দূর।
দক্ষিণের ঐ পথে অদূরে মিলিবে প্রস্রবণ।
সেথা হ'তে ঊর্ধ্বে গিয়া শ্রীমন্দিরে করিয়ো গ্রহণ
প্রসাদান্ন : তা'রপর অবতরি' পাবে গুহাগৃহ
সুরঙ্গপথের পারে : রাত্রে কিন্তু সতর্ক রহিয়ো।
ভূতযোনিগ্রস্ত গুহা ; ভিত্তিগাত্রে অজ্ঞাত অক্ষরে
আছে লিপি—অপ্রস্তুত পথিকের অমঙ্গল করে।"
হাসিয়া বিদায় ল'য়ে গেল কবি। তীর্থস্নান সারি',
আনন্দে করিয়া পান নির্ঝরের স্বাদু স্নিগ্ধ বারি,—
গিরিশীর্ষে আরোহিয়া দিয়া পূজা রাঘবমন্দিরে,—
লভিয়া প্রসাদ-অন্ন অপরাহ্নে নামি' এল ফিরে
উপলচিহ্নিত পথে। কোথা মৃগশিশু কুতূহলী
বসন আঘ্রাণ করি' চকিতে ছুটিয়া গেল চলি' ;
কোথাও নীবারক্ষেত্র ; কোথাও অরণ্য-অন্তরালে
দু'চারিটি পর্ণগেহ : কোনোখানে তরু-আলবালে
মৃন্ময় কলসকক্ষে ঢালে জল তাপসললনা :

হাসিয়া চাহিল কেহ আঁখি তুলি', কথা কহিল না।
কোনোখানে বট, বিল্ব, আমলক, পনস, রসাল
হোমধূমসুরভিত বেদী'পরে রচি' ছায়াজাল
নিঃশব্দে দাঁড়ায়ে আছে ; কোনোখানে কৃষ্ণাজিন'পরে
ধ্যানমগ্ন ঋষি কেহ —পুণ্যতনু সন্ধ্যাসূর্যকরে
জ্বলিছে গলিত স্বর্ণে ! ক্রমে সুরঙ্গেতে পশিল সে—
দ্বারে যা'র গিরিগাত্রে বহিতেছে গম্ভীরনির্ঘোষে
জলধারা ঊর্ধ্ব হ'তে। পান করি' সে অমৃতবৎ
তুহিনশীতল বারি,—পার হ'য়ে সে সুরঙ্গপথ
ক্রমে উত্তরিল যাত্রী যেথায় পর্বতগাত্রে রাজে
পল্লবপ্রচ্ছন্ন গুহা। ভিত্তিচিত্র ছিল কক্ষ-মাঝে,—
বিকৃত তা কালবশে—বহু দুর্লেহ্যাবলেপনে।
সোপানশোভিত গুহ দেখিতে দেখিতে অন্যমনে
চমকি' উঠিল কবি। ব্রাহ্মী-লেখে শিলালিপিখানি
সহসা পড়িয়া চক্ষে সহস্রাব্দ পারে নিল টানি'
যেন তা'রে আচম্বিতে : "সুতনুকা-নামে দেবদাসী,
তা'রে চেয়েছিল শিল্পী দেবদীন বারাণসীবাসী।"
অতি অল্প ক'টি কথা—কিন্তু তা'র কী গূঢ় ব্যঞ্জনা !
চেয়েছিল, পায় নাই। না-পাওয়ার সে তীব্র যন্ত্রণা
রেখেছে অক্ষয় করি' রক্ত-ক্ষরা এ-ক'টি অক্ষরে
কোন্ মর্মবাক্ শিল্পী কবে কোন্ বিস্মৃত বৎসরে
এই বনবাসে বসি' ? অবরুদ্ধ তা'র হাহাকার—
দূর অতীতের দুঃখ দ্বার ভেঙে এল বক্ষে তা'র।
পাষাণ-গলানো বাণী পাষাণের বক্ষে ছিল জাগি'
কত দিন কত রাত্রি মর্মবেদনায় অশ্রু মাগি',
আজি সে সার্থক হ'ল। মূর্তি ধরি' মানসনয়নে
দেখা দিল দেবদীন প্রিয়া তা'র সুতনুকা-সনে
মাঝে ল'য়ে বিরহের অশ্রুনদী ; ভাষাহীন শোকে

চাহিল কবির চোখে যেন দু'টি বাল্মীকির শ্লোকে !
উড়িয়া সহস্র বর্ষ শ্রান্তপক্ষ কুলায়প্রত্যাশী
দু'টি নিরাশ্রয় পাখী অকস্মাৎ উত্তরিল আসি'
যেন পরিচিত নীড়ে সান্ত্বনার স্নেহস্পর্শলোভে ।
চাহিয়া রহিল কবি জর্জরিত নিরুপায় ক্ষোভে ।
ঊর্ধ্ব হ'তে রন্ধ্রপথে দিনান্তের রক্তরশ্মি এসে
পড়িল প্রশস্ত ভালে : যেন সে বলিল, "ভালোবেসে,
যা'রা পে'ল নাকো তা'রা চ'লে গেছে, ফিরিবে না তা'রা,
তোমার করুণ শ্লোকে তা'দের বিচ্ছেদ-অশ্রুধারা
অক্ষয় করিয়া রাখো, ওগো কবি ।" নিস্তব্ধকাকলি
বনান্তের তরুশীর্ষে সন্ধ্যাতারা উঠিয়াছে জ্বলি' ।
ভূমে পাতি' তৃণশয্যা, বেণুবেষ্টনীতে রুদ্ধ করি'
সুপ্রশস্ত গুহামুখ শ্রান্তদেহে যাপিতে শর্বরী
শয়ন করিল কবি । যেমনি মুদিল চক্ষু দু'টি—
যুগযুগান্তের যত অশরীরী এল যেন ছুটি'
ভিড় করি' । দেবদীন দিল দেখা ল'য়ে তা'রি মতো
শত শতাব্দীর যত বিচ্ছেদ-বাণিতে ভাগাহত ।
প্রিয়বক্ষচ্যুতা নারী— প্রিয়াবাহুবল্লীচ্যুত নর—
নীরবে দাঁড়াল ঘিরি' দলে দলে । ব্যাকুল-অন্তর
উঠিয়া বসিল কবি, অক্ষর অতীত কী যে শোক
উন্মথিল চিত্ত তা'র জানিল না ধরণীর লোক ।
সহিয়া সুদীর্ঘরাত্রি শিলাগৃহে সে চিত্তদহন,—
বেদনার শিলাস্তূপ বক্ষ-মাঝে করিয়া বহন,—
না ফুটিতে ঊষালোক গেল চলি' বনবীথি দিয়া
শৈলপাদমূলে—যেথা সঙ্গিদল ছিল প্রতীক্ষিয়া
স্কন্ধাবারে ; গেল চলি' স্বগৃহ-উদ্দেশে সেথা হ'তে
দূর মালবের পথে—রাজদত্ত স্বর্ণচূড় রথে ।

গেল, কিন্তু ভুলিল না। শিপ্রাতীরে নিকুঞ্জভবনে
প্রতি বর্ষে মেঘোদয়ে রামগিরি পড়ে তা'র মনে,
মনে পড়ে দেবদীনে; সহসা গভীর দীর্ঘশ্বাসে
প্রেয়সীর কণ্ঠলগ্ন বাহুডোর শ্লথ হ'য়ে আসে।
ভুলিল না কালিদাস। তা'র বহু—বহুদিন পরে
আষাঢ়-প্রথম-দিনে উজ্জয়িনী-প্রাসাদশিখরে
একদা কবির কণ্ঠ ধ্বনিল অপূর্ব ছন্দে কোন্!
পুলকিত পুরবাসী অশ্রুনেত্রে করিল শ্রবণ
'মেঘদূত'। অতীতের রামগিরিশীর্ষ হ'তে আসি'
বর্ষার মেঘের সাথে বিরহী যক্ষের অশ্রুরাশি
নিমেষে ভাসায়ে দিল রাজসভা করুণাবন্যায়;
নির্বাসিত পে'ল ক্ষমা, লজ্জা পে'ল দর্পিত অন্যায়।
সে কাব্য সে-দিন হ'তে যুগযুগান্তের ব্যবধানে
আজো সহৃদয়-চক্ষে সমবেদনার অশ্রু আনে।
সহস্র বিরহিচিত্ত স্নিগ্ধ হয় করি' তাহে স্নান।
সাগরসঙ্গমে আসি' গঙ্গোত্রীর কে করে সন্ধান?
যা'র চিত্তব্যথা কবি চেয়েছিল অক্ষয় করিতে
তা'রে কেহ নাহি জানে; মন্দাক্রান্তাছন্দের তরীতে
শুধু চলিয়াছে ভাসি' চির-বিরহের পূজা তা'র
কালসিন্ধু পার হ'য়ে মন্দির-উদ্দেশে বাহিতার।
দেশে দেশে ঘরে ঘরে চলেছে সে মহাগীতখানি—
বুলায়ে বিরহিবক্ষে সমবেদনার স্নিগ্ধ পাণি।

শ্রীনিকেতন
১২ই পৌষ, ১৩৪৪

চাঁদনী-রাতে

অফিস-ঘরে কলম পিষি দীর্ঘ দিনমান ;
বসন্ত যে কখন এ'ল রাখিনি সন্ধান !
চাঁদ যে ওঠে,—ফুল যে ফোটে,—দখিন হাওয়া বয়,—
তাদের সাথে নাইকো আমার মোটেই পরিচয় ।
আজও গেছে সারাটা দিন হিসাব মেলাতে ;
ক্লান্তদেহে ঢু'কতে বাসায় সন্ধ্যাবেলাতে
হঠাৎ দেখি দোরের পাশে পলাশ লালে-লাল !
তা'রি মাথায় চাঁদ উঠেছে যেন সোনার থাল !
বাগান-ভরা ফুলের গন্ধ আমায় দিল ডাক,
ভুলে গেলাম এ সংসারের সকল দুর্বিপাক,—
অভাব, বিপদ, রক্তচক্ষু মনিব-পাওনাদার ।
সামনে আমার খুলে গেল স্বপ্নলোকের দ্বার !
সম্ভবে আর অসম্ভবে নাইকো সেথায় ভেদ ;
সে যেন মোর জীবন-পুঁথির আর এক পরিচ্ছেদ ।
ফুলের গন্ধে চাঁদের আলোয় ক'রে সেথায় স্নান—
মিলিয়ে গেল এ-ওর মাঝে অতীত বর্তমান !
জড়িয়ে এল চোখের পাতা সুখের আমেজে ;
দে'খতে পেলাম স্বর্গসুধার ঝরনা নামে যে ;—
স্নান করে তা'য় আকাশ-ধরা ! বাগান-ভরা ফুল
উতল হাওয়ায় উ'ঠল দুলে হঠাৎ দোদুল-দুল ।
দু'লল সে নারকেলের পাতা—দু'লল বাঁশের বন,
তাদের সাথে আপন ভুলে দু'লল আমার মন ।
দু'লল এ মন,—দু'লল সে ; দোলপূর্ণিমার আলো

আমার মনের গোপন গুহায় চরণ বাড়া'ল।
ঝিরঝিরিয়ে ঝ'রল আলো ঝাউবনের তলে,
ঝিলিক-ঝিলিক ঝলক দিল রূপসায়র-জলে।
রূপসায়রের জল যেন গলানো হীরা !
সে রূপ দেখে ঝিমিয়ে গেল রাতের পরীরা !
পরীর মেয়ে সন্ধ্যাতারা মুখ লুকায় লাজে।
দূরের গাঁয়ে থেকে থেকে কা'র মাদল বাজে ?
রাতের হাওয়ায় কী কয় কথা ঐ মাদলের সুর !
আমায় যেন ভাসিয়ে নে' যায়—অনেক—অনেক দূর !

হয় উজানি,—নয় উজানি,—এমনি কোন্‌খানে
আমার বাড়ি কোথায় ছিল—কেমন—কে জানে ?
শ্বেতপাথরের পুরী সে কি ? সোনার কলসে
চুড়োতে তা'র সূর্য-চাঁদের কিরণ ঝলসে ?
দেউড়িতে তা'র ন'বৎ বাজে,—দাঁড়িয়ে শ্বেতহাতী ?
নেতের কানাৎ, সোনার ঝারা, ধবল রাজছাতি ?
কিংবা সে-জোড়-বাংলা বাড়ি দেখতে চমৎকার,—
ময়ূরপাখার ছাউনি-ঢাকা, হাতীর দাঁতের পাড় !
সেথায় সে এক নির্জন ঘরে ঘি-এর-দীপ-জ্বালা
ঘুমায় সোনার পালঙ্কেতে মোর মণিমালা !
উঠবে জেগে সে মোর সোনার কাঠির ছোঁয়াতে।
ফুলের গন্ধ মেখে ঘরের ধূপের ধোঁয়াতে।

এমনি কতই সোনার স্বপন, আজ ভাসে চোখে ;
কোন্‌টি মিথ্যে—কোন্‌টি সত্যি—ব'লবে বলো কে ?
সবার চেয়ে প'ড়ছে মনে দূরের কোন্‌ গাঁয়ে
একটি সরু জলের ধারা কুটিরের পায়ে,
একটি ডিঙি-নৌকো বাঁধা ঘাটের কিনারে,

বটের ছায়ায় রাঙামাটির পথের চিনা রে।
টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে,—আকাশ মেঘে ছায়,
ছাপর-ছাওয়া গোরুর গাড়ি সেই পথেতে যায়।
গ্রাম পেরিয়ে— মাঠ পেরিয়ে—যায় সে কত দূর।
তা'রই গোরুর ঘুঙুর শুনি,—চাকার করুণ সুর!
মনে পড়ে দুপুর রোদে উদাস হাওয়াতে
কদমশাখে কোকিল ডাকে ; ঘরের দাওয়াতে
রাঙা মাদুর বিছিয়ে মা মোর পুরাণ প'ড়ে যায়,
আঁচল পেতে শুইয়ে পাশে মিষ্টি হেসে চা'য়।
চোখে পড়ে কাশের হাসি দূর-নদীর বাঁকে,
আমার মায়ের মিষ্টি হাসি হার মানায় তা'কে।
খিড়কীঘাটে কপিলা-গাই ঘুমোয় বেলতলায়,
গোসাপ ভাসে বাড়িয়ে গলা দক্ষিণের জলায়।
মাঠের মাঝে পদ্মপুকুর জলেতে থই-থই ;
খড়কে-মুষ্টি-ডুরে-পরা কঙ্কাবতী সই
সেই পুকুরে ভাসিয়ে ঘড়া সাঁতার দেয় সাথে ;
স্নানের শেষে—পদ্মপাতায়—বকুলছায়াতে
ভাগ ক'রে খাই গোকুল পিঠে— মা'র কাছে পাওয়া ;
স্ফটিক-জলের কান্না ব'য়ে বয় মেঠো হাওয়া।
আমি তা'কে শোনাই বাঁশি,—সে তা'র বদলে
রাজপুত্র-রাজকন্যার রূপকথা বলে।
শু'নতে শু'নতে পক্ষীরাজের পিঠেতে সওয়ার
মন চ'লে যায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যায় সে নিরুদ্দেশ ;
কত নোতুন রাজার রাজ্য—কত নোতুন দেশ
পার হ'য়ে যায়—উথালপাথাল ক্ষীরসাগরের ঢেউ ;
তা'রি বুকে নিগমপুরী,—যায় নি সেথায় কেউ
পক্ষীরাজের পিঠে ছাড়া,—সোনার আওয়াস ঘর ;

চাঁপার বরণ চম্পাবতীর সেথায় স্বয়ংবর।
সেথায় গিয়ে দাঁড়াই নিতে তা'র গলার মালা,
চমক ভেঙে দেখি আমার পাশেই সেই বালা।
চাঁপার বরণ রাজকুমারীর মেঘবরণ চুলে
চরণ ঢাকে, সাজাই তা'কে বনের ফুল তুলে।

দূরে কা'দের ঘড়িতে ঐ বা'জল বারোটা;
রা'ত পোহালেই চাকরী আছে,—চাই ভোরে ওঠা;
আছে ডেলিপ্যাসেঞ্জারী, ট্রেনের টাইমের ভিড়।
এখন কী লাভ ভেবে আমার হারানো সেই নীড়?
হাজার করি কান্নাকাটি—ফিরবে না সেই ঘর,—
সেই মা আমার, সেই সখী,—সেই সোনা-নদীর চর।
তা'র যে ছবি আছে আঁকা সোনার তুলিতে
মনের মণিকোঠায় সে থাক,—চাইনে ভুলিতে।
উপায় কি সে চাঁদের আলোয় রাতের গভীরে
হঠাৎ জেগে মন ভোলালে,—ডাক দিলে ফিরে?
তাই ব'লে তা'র মায়ায় ভুলে রাত জাগা খুবই
মন্দ, কাজের লোকের পক্ষে বেজায় বেকুবি।
আজকে আমার যে ঘর, যে বউ,— সেও তো মিছা না।
সবার চেয়ে সস্তা কে'নে নিলাম বিছানা।

শ্রীনিকেতন
দোলপূর্ণিমা, ১৩০০

কবি ও রাজা

সে কি সত্য? সে কি মায়া? অথবা সে শুধু অন্যমনা
অতীতের মধুলুব্ধ মোর মুগ্ধ মনেরি কল্পনা?
নিভৃত অলিন্দ-প্রান্তে—প'ড়ে-আসা দিনান্ত আলোকে
তাদের দেখেছি আমি,—তোমারে যেমন দেখি চোখে
তেমনি প্রত্যক্ষ হ'য়ে নয়নে উঠেছে মোর ফুটি'
বহুশত বৎসরের বিস্মৃতির যবনিকা টুটি'
যুগান্তর-পার-হ'তে একখানি অন্তরঙ্গ ছবি
মহিমা ও মাধুর্যের : আছে বসি' রাজা আর কবি
মুখোমুখি, দু'জনের হৃদিতন্ত্রী বাঁধা একসুরে!
কুঙ্কুমবরনা শিপ্রা তীরে বহি' চলেছে অদূরে।
পরপারে মন্দিরের বাঁধা-ঘাটে স্নানার্থীর ভিড়।
আরতির ঘণ্টাধ্বনি আসে পুষ্পসুরভিনিবিড়
মন্দ সমীরণে ভাসি' দূর হ'তে। রাজরাজেশ্বর
বসি' স্বর্ণসিংহাসনে শুনিছেন নিষ্পন্দ নিথর
পাষাণপ্রতিমা-সম মুগ্ধচিত্তে অর্ধনিমীলিত
নিষ্পলক নয়নেত্রে কবিকণ্ঠে অপূর্ব ললিত
কুমারসম্ভব কাব্য। দেবতাত্মাগিরিরাজসুতা
কুসুমকোমলা উমা অপরূপরূপগুণযুতা
আজন্মবাঞ্ছিত তা'র দয়িতের চিত্তজয় লাগি'
কত দুঃখ নিল বরি'; তপস্বীর প্রেমবর মাগি'
কী কঠোর তপস্যায় তাহারে জিনিল তপস্বিনী—
তা'রি কালজয়ী চিত্র—সকরুণ সে পুণ্যকাহিনী
ফুটায়ে চলেছে কবি মর্মস্পর্শী ভাষায় তাহার :

যৌবনপুষ্পিত দেহ প্রাণ-সহ দিতে উপহার—
মন্দাকিনী-লতা-সম পুষ্পসাজে-সজ্জিতা রূপসী
কেমনে সে ধ্যানমগ্ন তাপসের তপঃক্ষেত্রে পশি'
নির্মম আঘাত লভি' অপমানে লজ্জায় জর্জর
ফিরিল : অদৃষ্ট সাথী কুসুমায়ুধের পুষ্পশর
ব্যর্থ হ'ল ; হতভাগ্য নিষ্করুণ রুদ্ররোষানলে
জীবন্ত জ্বলিয়া গেল তা'রি লাগি' ; তীব্র হলাহলে
আচম্বিতে গেল জ্বলি তা'রি সাথে প্রিয়প্রত্যাখ্যাতা
সুন্দরীর সর্ব আশা । রূপেরে যে দিল না মর্যাদা—
সে নিষ্ঠুরে জিনিবারে নৈরাশ্যের সে অমাবস্যাতে
আবার বসিল নারী নিঃশঙ্কে প্রেমের তপস্যাতে
মর্মঘাতী সে দুঃসহ বেদনার হলাহল পিয়া
আকণ্ঠ অকুণ্ঠ চিত্তে : তীব্র তপে নীলকণ্ঠপ্রিয়া
বজ্রদৃঢ় মনোবলে শঙ্করের হৃদয় হরণ
কেমনে করিল,—শিবা সাধিকারে সাধিয়া বরণ
করিতে আসিতে হ'ল দেবতারে, করি' সকৌতুকে
ছদ্মবেশে আত্মনিন্দা,—ভর্ৎসনা শুনিতে প্রিয়মুখে,—
প্রণয়ভিখারীবেশে কেমনে তুষিতে হ'ল তা'রে ;
আনন্দের সুধাপাত্র প্রেয়সীর অধর-আধারে
কেমনে করিল পান ভগবান দুঃখনিশাশেষে,—
আনন্দে উদ্বেল হ'ল স্বর্গমর্ত্য কেমনে নিমেষে !
সুদূরের সেদিনের সে ঘটনা দেখাইছে কবি
সঞ্জীবনী কবিতায় সাজায়ে ছবির পরে ছবি :
নৃপতি-শ্রোতার মনে সে সজীব চিত্রধারা দিয়া
কর্ণপথে চলিয়াছে ব্যথায় বিস্ময়ে নিমজ্জিয়া
কভু তাঁরে, করি' তাঁরে আনন্দে বিহ্বল কখনো বা !
নগরীর মহৈশ্বর্য গেছে ঢাকি' তপোবনশোভা
হিমাদ্রির পদপ্রান্তে; লুপ্ত হ'য়ে গেছে উজ্জয়িনী

সৌধমালাবিভূষিতা জনাকীর্ণা,—সেথা অলীকিনী
চক্রবর্তী সম্রাটের, বিপুলবৈভব বর্তমান।
দু'টি হৃদয়ের তন্ত্রী বাজে এক ছন্দে স্পন্দমান;
দু'টি তীর্থপথিকের বাণীস্নান রসের নির্ঝরে
চলে শুধু অলক্ষিতে ; মন্ত্রমুগ্ধা কিঙ্করীর ক'রে
চামর থামিয়া গেছে কতক্ষণ—সে নাহি জানে তা'।
না-জানি কেমনে আমি সে নিভৃতে পশিলাম সেথা
দেখিতে সে দিব্য দৃশ্য কোন্ পুণ্যে দিব্যদৃষ্টি লভি'।
অনুগত জানি' মোরে অতীতের সহৃদয় কবি
দেখা'ল কি গুপ্তপথ মোরে তা'র অমরাবতীর ?
রাজেন্দ্র প্রভুরে ল'য়ে অন্ধকার হ'তে বিস্মৃতির
উঠে এল মর্মে মোর দিনান্তের গোধূলি-আলোকে।
আমি গিয়াছিনু সেথা, যেতে চাও তোমরা বলো কে ?
চুপি চুপি এস পিছে ; কৌতূহল মেটাতে মোদের—
দেখো যেন রসস্বর্গে ধ্যানভঙ্গ না হয় ওদের।

সুরুল
১০ ভাদ্র, ১৩৭২

নিশির ডাক

আমারে কে যেন ডেকেছিল কালি নিশীথ-রাতে,
ধ্বনিত সে ডাক এখনো ধ্বনিছে মনোগুহাতে
স্মরণে শরীর দুলিছে শিহরি'। একবারই সে
আকুল কণ্ঠে ডাকি' মোরে গেছে বাতাসে মিশে।
দুয়ার-বাহিরে শুধু ডাক তা'র শুনেছি কানে;
ল'য়ে যেতে মোরে চেয়েছিল কোন বনবিতানে
ফুল-সেজে নিজ বুঝি সে বিজন বাসরে তা'রি।
সাড়া নাহি পেয়ে অভিমানে ফিরি' গিয়াছে নারী।
যূথীপরিমলবাসিত তাহার আঁচলখানি
নিবিড় তিমিরে নিঙাড়ি' গেল কী গোপন বাণী!
কোন সুদূরের মধুর মিনতি মমতা-মাখা!
আমি ভীরু মোরে করেছি বিফল তা'র সে ডাকা!
কেঁপেছিল বুক ঘর ছাড়ি' যেতে নিরুদ্দেশে
অচেনা আঁধারে সাথী করি' তা'রে। না জানি কে সে,—
পিপাসিত সুরে ডেকেছিল মোরে কী প্রয়োজনে!
শিশুকাল হ'তে কহিয়াছে কানে সুবোধ জনে—
একডাকে যারা সাড়া দিয়া হয় বাহির পথে—
আর তাহাদের নাহি দেখা যায় ইহজগতে।
সরল মানুষে মরণশ্মশানে নিশীথে ডাকি'
ল'য়ে যায় যারা—তারা কুহকিনী ডাকিনী না কি!
মরুভূমে হেরি' মরীচিকা ছুটে মরিতে যারা,—
জলাভূমে হেরি' আলেয়ার আলো আপনাহারা
মরে যে পথিক বিপথে ঘুরিয়া,—তাদের দেহ,—

রজনীপ্রভাতে যদি বা দেখেছে কেহ-না-কেহ,—
নিশির ডাকে যে উধাও হয়েছে—তাহারে কভু
জীবিত বা মৃত কেহ দেখে নাই কোথাও। তবু
নিশিশেষে আজি ভাবিতেছি বসি' অন্যমনা—
দিয়ে ফেলি' এই অর্থবিহীন দিনযাপনা—
কুহকের দেশে হারালে নিজেরে কী ছিল ক্ষতি ?
এই নিরাপদ নির্জীবতার কারার প্রতি
কেন এত মায়া ? চারিদিকে এই প্রাচীর খাড়া
যেতে পারি' কেন অজানার ডাকে দিই নি সাড়া ?
সেই তো মরিব,—এ মরণে গাঢ় পহেলি-মাখা—
জনমানসে তো বহুদিন মোর বাঁচিয়া থাকা ?

[illegible]
১১ চৈত্র ১৩৮০

'রাজার বেটা ঘামে ভিজি গেল্,
ঘোড়া, দিদি, ধরো লো।'

(সাঁওতালী গাথা)

ভরেছে আকাশ সন্ধ্যার রাঙা রাগে,
সপ্তমী চাঁদ গাছের আগায় জাগে :
আঁকা বাঁকা পথে মহুয়াবনের তলে
নিজমনে গেয়ে সাঁওতালী মেয়ে চলে।
কি জানি কী সুখে অন্তর গেছে ছাপি' ;
করুণ কণ্ঠে বাতাস উঠিছে কাঁপি' :
"রাজার ছেলে যে ঘামে ভিজে গেল, তোরা
ঘোড়া ধর্, দিদি, ধর্ লো উহার ঘোড়া"।

কতকাল আগে করুণামথিত সুখে
প্রথম এ গান ধ্বনিল কাহার বুকে ?
কে বলিবে কবে সে কোন্ নিভৃত গ্রামে
রাজার দুলাল পশিল ভিজিয়া ঘামে !
ধবল অশ্বে সবল গৌরতনু,—
বসনে ভূষণে খেলিছে ইন্দ্রধনু,—
তৃষিত কণ্ঠ, আতপতপ্ত-দেহ,—
লুটিয়া লইল বনবালিকার স্নেহ।

কনককিরীটে জ্বলিছে তড়িৎজ্বালা,
কণ্ঠে দুলিছে অতুল মোতির মালা :
দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রকরে
কমলবরণে ডালিম ফাটিয়া পড়ে।
আকুল অশ্ব ঘর্মে যেতেছে ভাসি' ;
মুখে বহে তা'র শুভ্র ফেনার রাশি,

'বুনো'দের গ্রামে লভিয়া কুটিরদ্বার
দাঁড়ায়ে গিয়াছে, নড়িতে চাহেনা আর।

রাজার দুলাল দাঁড়ায়ে পথের মাঝে :
পাড়ার পুরুষ সবাই গিয়াছে কাজে।
নিশুতি দুপুরে কুকুরের কোলাহলে
গ্রামের যুবতী বাহিরিল দলে দলে।
ছবির মতন ভেসে ওঠে নাকি চোখে—
নিকষকান্তি নারীরা ঘিরেছে ওকে ?
সবাই অবাক্ হেরি' তা'র রাজবেশ ;
কেহ নাহি বুঝে তাহার আতপক্লেশ।

নিমেষ চলেছে কাটি' নিমেষের পর,
অতিথিরে কেহ নাহি করে সমাদর।
দরদী তরুণী সে এক শ্যামলী মেয়ে—
শরমে সরিয়া দূর হ'তে ছিল চেয়ে ;
করুণায় গলি' দাঁড়ায়ে সবার পিছে
বহিনের কানে মিনতি গুঞ্জরিছে,
"রাজার দুলাল ভিজিয়া গেল যে ঘামে,
ঘোড়া ধর্ তোরা, নহিলে কেমনে নামে ?"

রাজার দুলাল শুনিল কি তা'র বুলি ?
বারেক হাসিয়া দেখিল কি আঁখি তুলি' ?
ঘোড়া হ'তে নামি' পাতার কুটিরে তা'রি
মাটির পাত্রে পান করিল কি বারি ?
শিকারে আসিয়া,—যেমন রাজার প্রথা,—
জানিনা ফিরিল কী শিকার করি' কোথা।

গান শুধু ঐ এক কথা বলি' যাবে,
রাজার কুমার জিতে নিয়েছিল যারে।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল
[illegible] আশ্বিন, ১৩৩৭

হারামণি

ফোটে ফুল কিংশুকে বকুলে।
গোপাল এল কি ফিরে গোকুলে ?
রাধা-নামে-সাধা বাঁশি পুন কি বাজাবে আসি' ?
কুলবতী কুল নাশি' ভাসিবে কি অকূলে ?
কালো-সোনা এল ফিরে গোকুলে ?

অসহ হয়েছে ঘরকরনা,
চাঁদে ঝরে কামনার ঝরনা।
দু'দিনের খেলা খেলে প্রিয়স্মৃতি বিঁধে গেলে
যে গিয়েছে পিছে ফেলে সব স্নেহ পাসরি'—
পুন কি শুনিব তা'র বাঁশরী ?

নদীতটে মাধবীর কুঞ্জে
আবার ভ্রমর কেন গুঞ্জে ?
যে মোর মরম মথে ভুলে গেছে সে শপথে,—
তা'রি কথা বনপথে এ জোছনা-আলোকে
আলোচনা করে গোপবালকে।

ওরে তোরা ছেড়ে মোরে যা সবে।
পাগলিনী আমি প্রেম-আসবে।
সে যে 'প্রিয়া' ডেকেছিল, বুকে বুক রেখেছিল,
পদরেণু মেখেছিল শিখিপাখা-চূড়াতে।
সে মধু চায়না মনে ফুরাতে।

মধুনিশি এল মনোহরা সে।
হিয়া মোর কাঁপে সুখ-তরাসে।
হয়তো এমন ক্ষণে আমারে পড়েছে মনে,
অবহেলি' রাজাসনে চাহিছে সে ফিরতে
আমার রাধার প্রেমতীরথে।

কে যেন আসিছে বাঁশি বাজায়ে ?
ওরে তোরা দে—ত্বরা দে সাজায়ে ;
ভুবনমোহন হাসি' ক্ষমা সে চাহিবে আসি' ;
বুকে নে'ব ভালোবাসি', র'ব জাগি' পাহারায়—
হারামণি আর যেন না হারায়।

শ্রীনিকেতন
৯ অগ্রহায়ণ, ১[illegible]